শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ-বাণী

শ্রীগুরু-পূজা সংখ্যা

৩রা নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ৯৪ তম
শুভ আবির্ভাব-বাসরে

—বন্দনকুসুমাঞ্জলী—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ রেজিঃ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা-৫৫ ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ-বাণী

শ্রীগুরু-পূজা সংখ্যা

৩রা নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ৯৪ তম
শুভ আবির্ভাব-বাসরে

—বন্দনকুসুমাঞ্জলী—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ রেজিঃ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা-৫৫

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ
(রেজিষ্টার্ড নং—এস/৪৬৫০৬)
৪৮৭, দমদম পার্ক (৩ নং পুকুরের নিকট)
কলিকাতা ৭০০০৫৫। ফোন নং ৫৯ ৫১৭৫ ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ
কৈখালী, কলিকাতা এয়ারপোর্ট ১নং গেটের আগে ভি, আই, পি, রোডের ক্রসিং
পোঃ—আর গোপালপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশপরগণা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা—নদীয়া, পঃ বঃ, ফোন-নবদ্বীপ-৮৫।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ (গীতাশ্রম)
গৌরবার সাহী, স্বর্গদ্বার, পুরী—পিন ৭৫২০০১—উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম+পোঃ হাপানিয়া, জেলা বর্দ্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ।

নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী
ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ

—ঃ রেজিষ্টার্ড পরিচালক সমিতি ঃ—

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পিত ও মনোনীত

বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

সম্পাদক—

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপ্রপন্নকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্তধনপতিরায় কারনানী

সদস্যবৃন্দ—

উপদেশক পণ্ডিত—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

„ শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

শ্রীযুক্তা নন্দিতা রায় ডব্লু, বি. সি, এস,

শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, টি,

শ্রীযুক্ত সৌম্যশ্যাম দাসাধিকারী

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ (রেজিঃ) শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক—
৪৮৭ নং দমদম পার্ক, ৭০০০৫৫ হইতে প্রকাশিত।

His Divine Grace
Oṁ Viṣṇupāda Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara deva Gosvāmi Mahārāja

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ অষ্টোত্তরশত শ্রী-
শ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-দেবগোস্বামি-বিষ্ণুপাদানাং
পরমহংসানাং চতুর্নবতিতম-শুভাবির্ভাব-বাসরে

প্রণতি-দশকম্

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজেশ্বরেশ্বরং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল-শ্রীধর-স্বামিনং সদা ॥ ১ ॥
সুদীর্ঘোন্নতদীপ্তাঙ্গং সুপীব্য-বপুষং পরং।
ত্রিদণ্ড-তুলসীমালা-গোপীচন্দন-ভূষিতম্ ॥ ২ ॥
অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং দিব্যজ্ঞানপ্রভাকরং।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্ ॥ ৩ ॥
গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তুভং।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্ ॥ ৪ ॥
ধামনি শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তগোবর্দ্ধনে শুভে।
বিশ্ববিশ্রুত-চৈতন্যসারস্বত-মঠোত্তমম্ ॥ ৫ ॥
স্থাপয়িত্বা গুরূন্ গৌর-রাধা-গোবিন্দবিগ্রহান্।
প্রকাশয়তি চাত্মানং সেব-সংসিদ্ধি-বিগ্রহঃ। ৬ ॥
গায়ত্র্যর্থ-বিনির্য্যাসং গীতা-গূঢ়ার্থ-গৌরবং।
স্তোত্ররত্নাদি-সমৃদ্ধং প্রপন্নজীবনামৃতম্ ॥ ৭ ॥

অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্ ।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্ ॥ ৮ ॥
সংকীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভং ।
সংভাতি বিতরন্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণং গণৈঃ সহ ॥ ৯ ॥
গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুং ।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১০ ॥

শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা ।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ ॥

দীনাধমস্য ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু-শ্রীভক্তিসুন্দর-গোবিন্দস্য ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীগুরু-আরতি-স্তুতি

জয় 'গুরু-মহারাজ' যতিরাজেশ্বর।
শ্রীভক্তিরক্ষক দেব-গোস্বামী শ্রীধর ॥ ১ ॥

পতিতপাবন-লীলা বিস্তারি' ভুবনে।
নিস্তারিলা দীনহীন আপামর জনে ॥ ২ ॥

তোমার করুণাঘন মূরতি হেরিয়া।
প্রেমে ভাগ্যবান জীব পড়ে মুরছিয়া ॥ ৩ ॥

সুদীর্ঘ সুপীব্য দেহ দিব্য-ভাবাশ্রয়।
দিব্যজ্ঞান-দীপ্তনেত্র দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ॥ ৪ ॥

সুবর্ণ-সুরঙ্গ-কান্তি অরুণ-বসন।
তিলক তুলসীমালা, চন্দন-ভূষণ ॥ ৫ ॥

অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গশোভা করে ঝলমল।
ঔদার্য্য-উন্নতভাব মাধুর্য্য-উজ্জ্বল ॥ ৬ ॥

অচিন্ত্যপ্রতিভা, স্নিগ্ধ, গম্ভীর, উদার।
জড়জ্ঞান-গিরিবজ্র দিব্য-দীক্ষাধার ॥ ৭ ॥

গৌর-সংকীর্ত্তন-রাস-রসের আশ্রয়।
"দয়াল নিতাই" নামে নিত্য প্রেমময় ॥ ৮ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরধামে নিত্য-পরকাশ।
গুপ্ত-গোবর্দ্ধনে দিব্য-লীলার বিলাস ॥ ৯ ॥

অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্ ।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্ ॥ ৮ ॥
সংকীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভং ।
সংভাতি বিতরন্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণং গণৈঃ সহ ॥ ৯ ॥
গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুং ।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১০ ॥

শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা ।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ ॥

দীনাধমস্য ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু-শ্রীভক্তিসুন্দর-গোবিন্দস্য ।

পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-মহারাজের বিরহ-সভায়

শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের

লিখিত ভাষণ

('শ্রীচৈতন্য বাণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

গত ৯৪ শ্রীধর (৫০২ শ্রীগৌরাব্দ), ২৭ শ্রাবণ (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), ১২ আগষ্ট (১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার অমাবস্যা তিথিবাসরে প্রাতঃ ৫।৪৮ মিঃ-এ বিশ্বব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারের মূল মহাপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীধামনবদ্বীপকোলেরগঞ্জপল্লীস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও তাহার শাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ তাঁহার ৯৩ বৎসর বয়সে স্বীয় পার্ষদভক্তবৃন্দের বিরহ-কাতর কণ্ঠনিঃসৃত মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দসুন্দরের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকট-বার্ত্তা টেলিফোন, রেডিও ও সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ভারত ও ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিঘোষিত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকটসংবাদ অবগত হইবামাত্র কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ খুবই মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হন। পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ তিনি তাঁহার সহিত পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের খুবই সখ্যতা ছিল। একসঙ্গে ভারতের বহু স্থানে তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের

মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রমুখ নিজজনদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবাণীর স্থায়ী প্রচারকেন্দ্রস্বরূপ মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন।

আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ সারস্বত গৌড়ীয় গগনের পরমোজ্জ্বল ভাস্করগণ —সকলেই একে একে অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করিয়া গৌড়ীয় গগনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। হায় হায়! আমরা ক্রমেই রক্ষক ও পালকশূন্য হইয়া পড়িতেছি! কুরাদ্ধান্তধ্বান্তরাশি আবার বুঝি শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত ভাস্করকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! শ্রীমন্-মহাপ্রভুর 'দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?' এই প্রশ্নোত্তরে তদীয় পার্ষদ-প্রবর শ্রীল রামানন্দ মুখমাধ্যমে তিনিই আবার কহিতেছেন—'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর'। সত্যই, কৃষ্ণভক্ত-বিয়োগজনিত দুঃখের আর সীমা নাই, সান্ত্বনাও নাই। করুণাবারিধি পরদুঃখদুঃখী দরদের দরদী ব্যথার ব্যথী কৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত কৃষ্ণহারা জীবকে কৃষ্ণকথা বলিয়া—কৃষ্ণের সন্ধান দিয়া আর কে তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে! মাদৃশ পতিত দুর্গত মায়া-মোহান্ধ জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আর কে চেষ্টা করিবে! ভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম, সেই ভক্তিতে অপসিদ্ধান্তরূপ গ্লানি প্রবেশ করিয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবান্ সপার্ষদে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকেও প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা সদ্ধর্ম্ম প্রচার করতঃ জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন। তাই পরমকরুণ শ্রীগৌরহরি তাঁহার নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে পর পর প্রেরণ করিয়া আবার অধুনা তাহাদেরই নিজজন পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, মাধব মহারাজ প্রমুখ আপ্তবর্গদ্বারা সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনকার্য্য করাইতেছিলেন, হায়! আজ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদেরও অদর্শনের পর আমরা যে আজ একেবারেই

রক্ষকশূন্য হইয়া পড়িলাম! হে গৌরসুন্দর, আমাদিগকে রক্ষা কর। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ নিশ্চিতই পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইয়া তাঁহার নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি তথা হইতে দীন হীন আমাদিগের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

পূজ্যপাদ শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত—কাটোয়া লাইনে পাটুলী রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হাঁপানিয়া গ্রামে ১৩০২ বঙ্গাব্দে, ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৬ আশ্বিন শনিবার দিবসে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহোদয়কে পিতৃরূপে ও শ্রীমতী গৌরীদেবীকে মাতৃরূপে বরণ করিয়া শুভক্ষণে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মাতাপিতা উভয়েই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ সজ্জন ছিলেন। তাঁহারা পুত্ররত্নের নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য। তিনি ছাত্রজীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িবার সময়ে মহাত্মা গান্ধীজীর আহ্বানে Non Co-operation Movement-এ (অসহযোগ আন্দোলনে) যোগদান করেন। পরে ১৯২৩ সাল হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাকর্ষণে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্স্থ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করতঃ মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন। প্রভুপাদের কথাগুলি তিনি খুবই মনেযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। অনতিবিলম্বেই ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি উক্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে একান্তভাবে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহভাজন হন এবং বৈশাখ মাসে তাঁহার নিকট শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও ২৩ শ্রাবণ পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুযায়ী মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার দীক্ষার নাম রাখা হইয়াছিল শ্রীরামানন্দ দাস। শ্রীল প্রভুপাদ তদুপদিষ্ট সাধনভজনে তাহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিষ্কপট অনুরাগ এবং তদীয় (প্রভুপাদের) চিন্তাধারানুসরণে সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-পরিবেশন-কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই—মনে হয় ১৯৩০

সালে—ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ প্রদান করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম রাখিলেন —ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর। বস্তুতঃ তিনি সেই প্রভুদত্ত নামের যথার্থই সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গুরুকৃপায় আজ জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত যাবতীয় সদ্‌গুণ তাঁহাতে বিরাজিত ছিল। শ্রীগুরুপ্রসাদেই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। আর সেই ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, তাঁহাতে দেবতারা সকল সদ্‌গুণ লইয়া বাস করেন। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে আমরা তাঁহার মঠজীবনে কোনদিনই আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্যাদিজন্য কোনপ্রকার দম্ভ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। বড় বড় বিদ্বজ্জনমণ্ডিত বিচার-সভায় তাঁহার স্থির ধীর চিত্তে গম্ভীরভাবে ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সচ্ছিদ্ধান্ত-স্থাপনভঙ্গী অতীব সুন্দর ছিল। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ ভক্তিপর ব্যাখ্যা ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক ভাষণ-শ্রবণে বহু সারগ্রাহী সজ্জন জগদ্‌গুরু প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এক একটি ভাষণই যেন এক একটি Thesis তুল্য, তাহা কেহ note করিয়া লইতে পারিলেই বিদ্বৎ-পরিষদে তিনি বিদ্বদ্বরেণ্য ডক্টরেট—উপাধি-ভূষিত হইতে পারিতেন।

গরুড়পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতকে সমগ্র বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ বলায় তিনি শ্রীভাগবতানুগত্যে ব্রহ্মগায়ত্রীর 'শ্রীরাধাপদং ধীমহি' রূপ যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানমাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপ্রাকৃত রসজ্ঞ সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে। 'অনয়ারাধিতো নূনং'—এই ভাগবতীয় বাক্যে (ভাঃ ১০।৩০।২৮) যাঁহা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের সম্যক্ প্রকারে আরাধিত বা আনন্দ প্রাপ্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের আর অন্য উপায় কি হইতে পারে? ইহাই ত' ব্রজবধূবর্গকল্পিতা রম্যা উপাসনা। 'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা'—ইহাই ত' স্বরূপরূপানুগবর গুরুপাদপদ্মের উপদেশ, এই উপদেশমন্ত্রজপেই ত' মায়াপিশাচী পলাইবে।

ইতাই ত' দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে'—এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রীর নিকট প্রার্থনীয়া ও প্রাপ্যা শ্রীভগবৎপাদপদ্মের নিত্যসেবা প্রাপ্তির শুদ্ধনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহারাজের হৃদয়ে শ্রীরাধানিত্যজন - শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসাভিমানী শ্রীগুরুকৃপায়ই এই ব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে'—এই বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তির দ্বারা "শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সারভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করি"—এইরূপ ন্যায়সিদ্ধ অর্থ যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বনে 'শ্যাম'-শব্দের 'হার্দ্দব্রহ্মত্ব' কেন অনুমান করিবার প্রয়োজন হইবে? সুতরাং শ্রীরাধাপদং ধীমহি—এই অর্থানুগত্য করিলেই শ্রীরাধানাথ শ্যাম-সুন্দরের পাদপদ্ম লভ্য হইবে। তিনিই পরমসত্য। সুতরাং শ্রীল শ্রীধর মহারাজের এই গায়ত্র্যর্থই সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হইতেছেন।

আমাদের গৌড়ীয় মঠ-মিশনের প্রায় সকল প্রবীণ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থাশ্রমী সেবকই পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং সেই ভজনবিজ্ঞ মহারাজের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া সুখানুভব করিতেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ তেঘরীপাড়াস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামীর নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য-প্রদেশে যিনি বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার ও বহু মঠমন্দির স্থাপন করিয়াছেন, যিনি পূজ্যপাদ কেশব মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিও তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভজনবিজ্ঞ সতীর্থ জ্ঞানে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদানপূর্ব্বক তৎসমীপে মধ্যে মধ্যে আসিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণে অপরিমিত সুখানুভব করিতেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার বিচক্ষণ অভিভাবকগণের নির্দ্দেশানুসারে পঠদ্দশায় ইংরাজীভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষায়ও বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। প্রথিতনামা পণ্ডিতের বংশে জন্ম তাঁহার, অতি অল্পবয়সেই সংস্কৃতভাষায় কবিত্বাদি রচনায় তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত মেধা পরিলক্ষিত হইত, পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে তাঁহার সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্দত্ত শক্তি আরও বিকশিত হইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে মধ্যে মধ্যে শ্রীধর মহারাজরচিত শ্লোক—বিশেষতঃ 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরহদশকম্' স্তোত্রটি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত—'শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকঃ,' শ্রীদয়িতদাসপ্রণতিপঞ্চকম্,' 'শ্রীশ্রীদয়িতদাস-দশকম্' ও শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপ্রণতিঃ'—এই কএকটি স্তোত্রে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে যে কি প্রকার উর্জ্জিতা বা প্রবলা অনুরাগময়ী ভক্তি বিরাজিত, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এতদ্ব্যতীত তদ্‌রচিত—শ্রীমদ্ গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্,' 'শ্রীমদ্‌রূপপদরজঃপ্রার্থনাদশকম্,' 'শ্রীমন্নিত্যানন্দদ্বাদশকম্,' শ্রীল গদাধর-প্রার্থনা,' 'ঋক্‌তাৎপর্য্যম্,' 'শ্রীগায়ত্রীনির্গলিতার্থম্,' শ্রীপ্রেমধামদেবস্তোত্রম্,' 'শ্রীগৌরসুন্দরস্তুতিসূত্রম্' প্রভৃতি স্তোত্র শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে। উল্লিখিত স্তোত্রগুলি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজন নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ভজনানন্দী বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ তাঁহাদের প্রকটকালে অত্যন্ত প্রীতির সহিত কীর্ত্তন ও আস্বাদন করিতেন, তাঁহারা তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার 'প্রেমধামদেবস্তোত্রম্' নামক স্তোত্ররত্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি-মধ্য-অন্ত প্রায় সমস্ত লীলাই সংক্ষেপে স্মরণ করা হইয়াছে। এই স্তোত্রটি অন্বয় টীকা অনুবাদাদিসহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে ইহা একখানি নিত্যপাঠ্য বিরাট্ ভক্তিগ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-বাসরে কীর্ত্তিত 'অরুণ-বসনে সোনার সুরজ' প্রভৃতি গীতিও বৈষ্ণবগণ পরম আদরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ মহারাজের সম্পাদকতায় শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপাদ-

প্রণীত সমগ্র 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানি (মূল, শ্লোক, টীকা, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ) প্রকাশিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্ (মহারাজের স্বরচিত শ্লোক, বঙ্গানুবাদসহ), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মূল, শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ), শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ-বাণী, শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে এবং ইংরাজী ভাষায়ও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি পাশ্চাত্ত্যদেশে বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে ঃ—

1. Ambrosiā in the lives of the Surrendered Souls. 2. The Search for Śrī Kṛṣṇa: Relity The Beautiful (English, Spānish & Itāliān) 3. Śrī Guru & His Grace (Eng. & Spnāish). 4. The Golden Volcano of Divine Love. (Eng. & Spānish) 5. Śrī Śrīmad Bhagavad Gitā, The Hidden Treasure of the Sweet Absolute. 6. Śrī Śrī Prapanna Jivanāmritam (Life Nectar of The Surrendered Souls) 7. Loving Search For The Lost Servant (Eng. & Spanish) 8. Relative-World. 9. Śrī Śrī Prema Dhāma Deva Stotram (Beng. Hindi, Eng. Spānish, Dutch & French) 10. Reallty By Itself & For Itself. 11. Levels of God Realization The Kṛṣna Conception. 12. Evidenciā. 13. Śrī Gaudiya Darsan. 13. The Bhāgavata. 14. Sādhu Sanga. (Monthly) 15. Lā Busquedā De Śrī Kṛṣna. 16. The Search 17. The Divine Message. 18. Haridās Thākur. 19. The Guardian of Devotion 20. Lives of The Saints 21. Subjective Evolution. 22 Ocean of Nectar. 23. Sermons of the Guardian of devotion. 24. The Mahā-mantr. 25. La Verdad Revelada.

আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয়—পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্ত্যের বহু সারগ্রাহী সজ্জন শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে আগমনপূর্ব্বক মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার অর্দ্ধশায়িত বা শায়িত অবস্থায় ইংরাজী-ভাষায় উপদিষ্ট বাণী Tape record করিয়া লইয়া পরে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষাভাষী পাশ্চাত্ত্যের বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে এবং উহাদের হার্দ্দী

উৎসাহময়ী চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্যের লণ্ডন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে কতিপয় প্রচারকেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐসকল প্রচারকেন্দ্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন ভাষায় বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে। মহারাজ একস্থানে অবস্থান করিয়াই 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর অত্যদ্ভুত সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গেলেন। ভারতে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ (নবদ্বীপ), শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম (হাঁপানিয়া—বর্দ্ধমান), শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ (পুরী-স্বর্গদ্বার, দমদম পার্ক ও দমদম এয়ারপোর্ট)—এই একটি স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারকার্য্য চলিতেছে। পূজ্যপাদ মহারাজ বর্ত্তমানে তচ্ছিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর গোবিন্দ মহারাজকে ঐ সকল মঠের সভাপতি আচার্য্যরূপে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালের পূর্ব্বদিবস পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কীর্ত্তিত—'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজনপূজন' ইত্যাদি গীতিটি শ্রবণ করিতে চাহিয়া তাঁহার প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, পূজ্যপাদ মহারাজ পরমারাধ্য প্রভুপাদের সেই কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার অপ্রকটকালের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পুরণার্থ আপ্রাণ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালের কএকদিন পূর্ব্বেও বলিয়া গিয়াছেন—

'ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন।'

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ রূপানুগবর মহাজন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার মনোঽভীষ্ট পুরণের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তচ্চরণ-আশ্রিত নিজজন পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ, গোস্বামী মহারাজ, মাধব মহারাজ, বন মহারাজ, যাযাবর মহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীধর মহারাজ

প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সেই আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক রূপানুগ প্রভুপাদের গণে গণিত হইয়াছেন। এক্ষণে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সহগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় পাইবার জন্য তৎকিঙ্করানুকিঙ্করগণকে সেই শ্রীগুরুমনোঽভীষ্ট পূরণের মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে হইবে। এবিষয়ে রূপানুগ বৈষ্ণবগণের পদধূলি, পদজল ও ভুক্তশেষই আমাদের একমাত্র বল ও ভরসাস্থল।

পূজ্যপাদ মহারাজ ১২ আগষ্ট প্রাতঃ ৫।৪৮ মিঃ এ অপ্রকট হইয়াছেন, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে ৫ আগষ্ট হইতেই মৌনমুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে তদারাধ্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌর-রাধাগোবিন্দসুন্দর পাদপদ্মে প্রগাঢ়ভাবে মনঃ-সন্নিবেশ করতঃ শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাচ্য ওপা শ্চাত্ত্যদেশের সেবকগণ অহোরাত্র যেভাবে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবাতৎপর হইয়াছেন, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব—অভাবনীয় ও আদর্শস্থানীয়। শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরী-পাদের শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অপ্রকটকালীয় সেবাদর্শ অনুসরণে গৌড়দেশীয় কএকজন বালকসেবক—বিশেষতঃ তন্মধ্যে তপন নামক একটি বালক গুরুসেবায় অত্যদ্ভুতভাবে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করিয়া গুরুদেবের অফুরন্ত কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকটলীলার দিবস-চতুষ্টয় পূর্ব্বে অর্থাৎ ৮ আগষ্ট সোমবার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ দৈবক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজকে দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার কিছু কিছু সেবা-সুযোগ পাইবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটলীলার পর তাঁহাকে তাঁহার দ্বিতলস্থ নিজকক্ষ হইতে পালঙ্কসহিত সংকীর্ত্তনমুখে তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসুন্দর-রাধাগোবিন্দসুন্দর জিউর শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় বহুক্ষণ যাবৎ মহাসংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর বেলা ১১।৪১ মিঃ এর পর তাঁহাকে নাট্যমন্দিরের উত্তরপার্শ্বস্থ তুলসীতলায় লইয়া গিয়া গঙ্গোদকদ্বারা গাত্র প্রক্ষালন ও

প্রোঞ্ছনান্তে সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত ম্রক্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণমুখে প্রচুর গঙ্গোদকদ্বারা মহাস্নান সম্পাদন, সোত্তরীয় নববস্ত্র পরিধাপন, দ্বাদশাঙ্গে তিলকাঙ্কন, বক্ষঃস্থলে সমাধিমন্ত্রাদি লিখন ইত্যাদি কৃত্য সংস্কারদীপিকানুসারে সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের উত্তরদিক্‌স্থ ৭॥ ফুট গভীর গহ্বরে তাঁহাকে উত্তমাসনোপরি পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করাইয়া ষোড়শোপচারে মহাপূজা, ভোগরাগ (মহাপ্রসাদ নিবেদন) ও আরাত্রিকাদি বিধানান্তে প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি মণ্ডিত করিয়া মহাসংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে লবণ-মৃৎসংযোগে সমাধি প্রদান করা হয়। এইসকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া শ্রীমৎ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যেই সম্পাদন করা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজই পূজ্যপাদ মহারাজের বক্ষে সমাধিমন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তৎকালে শ্রীরূপমঞ্জরীপদ প্রভৃতি মহারাজের প্রিয় গীতিও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শহর নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরস্থ প্রায় সকল মঠ হইতেই বৈষ্ণবগণ আসিয়া পূজ্যপাদ মহারাজকে মাল্যদান করেন। সমাধিকৃত্যাদি সমাপ্ত হইতে বেলা ১॥টা বাজিয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপনান্তে উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত কয়া হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমান্ দয়ালকৃষ্ণ ও গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারীসহ ঐ দিবস কোলেরগঞ্জস্থ মঠে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক পরদিবস প্রভাতে তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পয়ারছন্দে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর রত্নশিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী।
কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

"আমরাও আজ পরমারাধ্য প্রভুপাদের একজন নিজজনকে হারাইয়া উক্ত ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ স্মরণ করিতে করিতে দুঃখের সমুদ্রে

নিমগ্ন হইলাম। তাঁহার স্থান আর পূর্ণ হইবার নহে বৈষ্ণব অদোষদরশী। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত সকল অপরাধ ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা ও সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের গললগ্নীকৃতবাসে সকরুণ প্রার্থনা। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, আমাদিগকেও কৃপা করিয়া সহগণ তাঁহার (প্রভুপাদের) শ্রীপাদপদ্ম সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করুন, এই প্রার্থনাও তচ্চরণে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি।"

একাদশাহে ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে যে বিরহসভা হয়, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ হইতে বহু ত্রিদণ্ডীযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের আচার্য্য পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ এই বিরহসভা ও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ উক্ত বিরহানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিদেশী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থ ইংরাজী ভাষায় শ্রীল মহারাজের গুণমহিমা কীর্ত্তন করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ মঠের ত্যক্তাশ্রমী ভক্তগণকে লইয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখামঠ হইতেও বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য, শ্রীমদ্ হরিচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সুন্দরশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ নিমাই দাস ব্রহ্মচারী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় বহু বিশিষ্ট ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের মহিমাশংসনমুখে ভাষণ দিয়াছিলেন। সকাল হইতে মাধ্যাহ্নিক ভোগনিবেদন কাল পর্য্যন্ত ভাষণ চলিয়াছিল। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ তাঁহার ভাষণের পর পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের অন্যতম প্রাচীন শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারীকে লইয়া শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিক্স্থ বারান্দায় বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদন করেন। মূল মন্দিরে ও সমাধিমন্দিরে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদির পর সমবেত ভক্তগণকে

মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্ন হইতে বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় শহর নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত অসংখ্য নরনারী দলে দলে আসিয়া প্রসাদ সেবা করিয়াছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রসাদ-বিতরণ চলিয়াছে। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের সেবকগণের ঐকান্তিক পরিশ্রম সত্যই আদর্শস্থানীয়।

—:※:—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

পূজ্যপাদ সৎপ্রসঙ্গানন্দ প্রভুর (সতীশপ্রভু)

ভাষণ

(২৭।১৩।৮৬ তারিখে টেপে গৃহীত বক্তৃতার মর্ম্মার্থ)

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও পরমারাধ্যতম কৃপা করে আমাকে কিছু বলার শক্তি দিন। আমি জীবনে সভা সমিতিতে কোন দিন বক্তৃতা দিই নাই। আমার এই আশি বছর বয়সে এখানেই আমি আমার প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছি। আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আমাকে এই বেশেই রেখে গেছেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন—তুমি এই ভাবেই ধামেরই সেবা করবে। সেই ধাম-সেবার মাধ্যমেই আমি এমন সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম যে, বহু বৈষ্ণবের—শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত সমস্ত গুরু ভাইদের চরণ-সেবা করার অপূর্ব্ব সুযোগ আমার লাভ হয়েছিল। এই একটি মহাসৌভাগ্য আমার আপনারা দেখতে পারেন। আমি চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে আজ প্রায় দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর যাবৎ আছি। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন—তোমাকে প্রচারে যেতে হবে না, ভিক্ষা করতে হবে না—তুমি মঠেই থাকবে এবং মঠেরই সেবা করবে। তাঁর কৃপায় এই মঠেরও সেবা আমি একটু আধটু পেয়েছি।

সে যাইহোক্ সেই সেবা-উপলক্ষেই আমি আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর মহারাজের পাদপদ্মে থাকবার সুযোগ ও পেয়েছি। এখানে যখন আমি এসেমিলেছিলাম তখন শ্রীল মহারাজ ছিলেন—মগের বাড়ী নামক একটি বাড়ীতে ২টাকা ভাড়ায়। তখন চার ছয় আনায় একটা লোকের ভাল ভাবে চলে যেত। শ্রীল মহারাজ ভিক্ষাদি পর্য্যন্ত করতেন না তখন। তাঁর ভাই মনীবাবু তাঁর সেবার জন্য দশটাকা মাসে মাসে ভিক্ষা পাঠাতেন, তাতেই তিনি কোন রকমে তাঁর গিরিধারীর সেবা দিয়ে প্রসাদ পেতেন। মহারাজের চোখে একটু ছানি ছিল, ভাল দেখতে পেতেন না। মগের বাড়ীতে পায়খানা ছিলনা—পায়খানা তৈরী করার পয়সাও ছিল না। এই প্রকারে অত্যন্ত কঠোর ভাবে মহারাজ তাঁর ভজন-জীবন যাপন করতেন। কিন্তু প্রভুপাদ প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেছিলেন তাই তাঁকে আবার বিপুলভাবেই প্রচার করতে হল। এখানে সেই প্রচারের মূলে হচ্ছেন আমাদের গোবিন্দ মহারাজ। ইনি প্রথমে ছিলেন গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী। খুব ভাল কীর্ত্তন করতেন, মৃদঙ্গ বাজাতেন—খুব আনন্দ করতেন। আর এই গোবিন্দ মহারাজ আসার পর হতেই আমাদের এই গোবিন্দ সুন্দরাদি বিগ্রহগণের অপ্রাকৃত সেবা-সৌন্দর্য্য প্রচুররূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্য আমাদের খুব আনন্দ। তাই আজ শ্রীল মহারাজ তাঁর সমস্তই গোবিন্দ মহারাজকে দিয়ে সেবায় ন্যস্ত করেছেন। এতবড় আনন্দের কথা যে কোথাও বলে শেষ করা যাবে না। দেখেছি অনেক, শুনেছিও অনেক জায়গায়—গুরুদেব তো সব মঠেই আছেন বা ছিলেন এবং গুরুদেবের পরে যা কিছু তাঁর শিষ্যেরাই পায়, কিন্তু এখন যেটি দেখলাম—শ্রীল মহারাজ তাঁর জীবিত কালেই তাঁর সমস্ত কিছু নিজেই গোবিন্দ মহারাজকে দিয়ে গেলেন। এখন দেখুন—যদি শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হন তাহলে জগতের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। দুর্ল্লভ হচ্ছে—গুরুসেবা। আপনারা আজ শ্রীগুরুপূজার জন্য উপস্থিত হয়েছেন এই গুরুদেবের পূজা যদি আপনারা ঠিক্‌ভাবে করতে পারেন, তাহলে দেখ্‌বেন সমস্তই সিদ্ধ হয়ে যাবে! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীল মহারাজকে প্রভুপাদ নিজে, প্রথমেই বলেছিলেন যে উনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। গীতায় আছে—

"যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥" (গীঃ ৩২১)

একথা কেন বল্‌লেন তিনি—এর তাৎপর্য্য কি ? তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—আপনি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, অভিমান সমস্তই পরিত্যাগ করে হরিভজনের জন্য এসেছেন, আপনি যদি মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন তাহলে লোকের বুঝ্‌তে বেশী সুবিধা হবে। গীতায় বল্‌ছেন—শ্রেষ্ঠব্যক্তির আচরণ সাধারণে অনুসরণ করে তিনি যাহা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সাধারণ লোক সকলও তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

শ্রীল মহারাজের জন্মস্থানে মন্দিরাদি স্থাপনের পূর্ব্বে তাঁর সেবকগণ তাঁকে এবং আমাকে কৃপা করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে দেখেছি, তিনি কি রকম পরিবার থেকে এসেছেন। আপনারা যাঁরা আগামী বৃহস্পতিবারে সেখানে যাবেন—দেখ্‌তে পাবেন—শ্রীল মহারাজের জন্মস্থান। সেটিই হচ্ছে আপনাদের মত শিষ্যদের কাছে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানে আপনারা এখন দর্শন করতে পারবেন সেই জন্মস্থানে মস্তবড় মন্দির হয়েছে।

শ্রীল মহারাজ ঠিক্ করেছিলেন—শিষ্য করবেন না। আর প্রচারও করবেন না। কিন্তু জোর করে সব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন প্রভুপাদ। এমন কি পাশ্চাত্যদেশে যেহেতু প্রভুপাদ তাঁকে পাঠাতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁর বিশেষ কারণে যাওয়া হয় নাই, শ্রীল প্রভুপাদের সেই ইচ্ছা সেই সময়ে পুরণ না হলেও—তিনি বিদেশে গিয়ে প্রচার না করলেও—আজ এই বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসে বসেই তাঁকে সেই পাশ্চাত্যদেশের শ্রদ্ধালু জনগণের কাছে প্রচার করতে হচ্ছে। এবং পরম আনন্দের সঙ্গেই তিনি তা করছেন। শ্রীপাদ স্বামি মহারাজ যিনি সারা বিশ্বে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেছেন তিনিও তাকে তাঁর শিক্ষাগুরু বলে সম্মান দিয়ে গেছেন। এমনকি তাঁর শিষ্যদের বলে গেছেন যে যদি—আমার পরে আপনাদের কোন কিছু পারমার্থিক জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে জিজ্ঞাসা

করবেন, কারণ তিনি আমারও শিক্ষাগুরু। শ্রীপাদ বন মহারাজ—তিনি মহারাজের চেয়ে সিনিয়র ছিলেন কিন্তু তিনিও আস্‌তেন শ্রীল মহারাজের কাছে হরিকথা আলোচনা করতে বা শুন্‌তে। তাঁর হরিকথার যে টেপ্‌-রেকর্ড্‌ হয়েছে তার সমস্তই প্রায় আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। তাঁকে কেন্দ্র করে ও তাঁর বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে আজ বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে সারা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে। শ্রীল মহারাজকে ও শ্রীপাদ স্বামী মহারাজকে কেন্দ্র করে সারাবিশ্বে আজ শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হয়ে চলেছে। এতসব হচ্ছে কিন্তু মহারাজ এক জায়গাতেই বসে আছেন। একটি পয়সাও কাউকে চাননি। কিন্তু হলে হবে কি—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই ভুবনে বিদিত।
যেনা বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥"

ভগবদিচ্ছায় আজ তিনি এক বিশাল প্রচারকেন্দ্রের পরমার্থবিতরণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-সভাপতি। শ্রীল প্রভুপাদও কারও কাছে কিছু চাইতেন না; শুধু বল্‌তেন—এখানে এটা করতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু দেখুন প্রভুপাদের আধিপত্য আজ সারা পৃথিবীব্যাপী। এখানে যখন শ্রীল মহারাজ প্রথম মঠ আরম্ভ করেন, তখন এখানে ছিল বিশাল জঙ্গল। রাত জেগে পাহারা দিতে হোত। আর আজ সেখানে শ্রীল মহারাজের ইচ্ছায় অনেক বাড়ীঘর বিশাল মন্দির গড়ে উঠেছে। সবই তো হয়েছে কিন্তু এই সমস্তের সেবার দায়িত্বভার কে নেবেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাও ভেবে ঠিক্‌ করে রেখেছিলেন। তা হলে দেখুন তাঁর চিন্তা কোথায়? পিতার যদি যোগ্য বা শ্রেষ্ঠপুত্র হয় তখন তার পিতা সেই পুত্রকে তাঁর সমস্ত দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে যান। তদ্রুপ শ্রীল মহারাজ এইরূপ ভাবে গোবিন্দ মহারাজকে পেয়েছেন—চয়েস্‌ করেছেন। গোবিন্দ মহারাজ তাঁর অসুস্থ সংবাদ পেলে বাইরের সবকাজ ফেলে রেখে যখনই নবদ্বীপ ছুটে আস্‌তেন, তখন দেখেছি শ্রীল মহারাজ অসুস্থ থাকলেও তাঁকে দেখেই সুস্থ হয়ে যেতেন। দেখুন তাঁর প্রতি কত বিশ্বাস কত স্নেহ!

জীবন তো শেষ হয়েই এল, তাই একদিন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি যদি আমার আগেই চলে যান তবে আমি কোথায় যাব? মহারাজ আমাকে বল্‌লেন তুমি আমার আগে চলে যাবে এই আশা করছ কি করে? আর কোন দিন একথা বলো না। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি আমাকে কত স্নেহ করতেন। আর গোবিন্দ মহারাজের স্নেহ আমি জীবনে ভুলতে পারব না। গোবিন্দ মহারাজ আমার যে সমস্ত কাজ করেছেন ও আমাকে বলেছেন তার ২/১ বিষয় আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। একটা ব্যাপারে তো আমি চ্যালেঞ্জই নিয়েছিলাম। গোবিন্দ মহারাজের কাছে একদিন একটী ঠিকুজী দিয়ে বল্‌লাম, "মহারাজ দেখুন তো এর লেখাপড়া কেমন হবে?" উনি একনজর দেখেই বল্‌লেন—"প্রভু এর লেখাপড়া হবে না জীবনে।" তখন আমি বল্‌লাম—লেখাপড়া হবে না? আমার ঘরের ছেলেরা সকলেই কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রিন্সিপ্যাল, আর এর লেখাপড়া হবে না কিরকম? কি করে সম্ভব? ঠিক্ আছে আমি দেখ্‌ছি। একে লেখাপড়া শেখাতেই হবে।" প্রতিজ্ঞা করলাম। মাষ্টার রাখলাম, নিজে বহুচেষ্টা করলাম বহুভাবে কিন্তু কিছুতেই তার লেখাপড়া হল না। তখন বুঝলাম যে, গোবিন্দ মহারাজ বাক্‌সিদ্ধ লোক। যাই হোক্ ছোট বেলা থেকে নাম ধরেই ওঁকে ডেকে এসেছি, আজ উনি মহারাজ হয়েছেন তাই 'মহারাজ' 'মহারাজ' করছি। আর একটা ঘটনা—আমার মা এখানে ধামবাস করতেন, কোলদ্বীপেই মহারাজের কাছাকাছি থাক্‌তেন। বৃদ্ধা মা বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গোবিন্দ মহারাজকে বল্‌লাম মহারাজ! মাকে দেখে একটু ওষুধ দিন। উনি গেলেন, দেখ্‌লেন, দেখে বল্‌লেন এঁর যা অসুখ, তার ওষুধ আমার কাছে নাই শেষ হয়ে গেছে। আমি বল্‌লাম যাহয় ব্যবস্থা করুন। উনি সেই খালি ওষুধের শিশিটা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন যে ঠিক্ আছে, এইটা ধুয়ে খাইয়ে দিন, ভাল হয়ে যাবেন।" আমি শিশিটা নিয়ে ধুয়ে খাইয়ে দিতেই অবাক্ কাণ্ড—মা ভাল হয়ে উঠলেন। যাবতীয় রোগও সেরে গেল। আমি চিন্তাই করতে পারলাম

না। অতএব গোবিন্দ মহারাজ যে কাজেই হাত দেন না কেন তিনি সফল হবেন-ই। এই প্রকার আর একজন ছিলেন—শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন তুমি যা করবে তাতেই সফল হবে। হাতদিয়ে মাটী তুল্‌লেও তা সোনা হয়ে যাবে। আমাদের গোবিন্দ মহারাজই সেই রকম। এটা আমি অতিস্তুতি করে বল্‌ছিনা। তাঁর গুনেতে আমাকে বলাচ্ছে। যার জন্য আমি আমার যাবতীয় কাজ ফেলে উনি ডাক্‌লেই ছুটে যাই। আমি মনে করি বৈষ্ণবের আদেশ পালন করাই সবচেয়ে বড় সেবা।

আপনাদের বেশী সময় আমি নেবনা। আর একটু বলেই শেষ করছি। শ্রীল শ্রীধর মহারাজের কাছে যে সকলেই আসেন তার আর একটা বড় কারণ হোল—তাঁর নিরপেক্ষ বিচার ও দুরদর্শিতা, উন্নত ভাব সম্পদ ও নিষ্কলুষ চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তজ্ঞান। এই প্রকার সম্পদের অধিকারী তিনি। যে কোন ব্যাপারেই হোক শ্রীল শ্রীধর মহারাজ যদি স্বীকৃতিদেন তবে সকলেই তাহা আনন্দের সঙ্গে মেনে নেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে সম্মানিত। এরকম অদ্বিতীয় অথরিটি আর আমাদের মিশনের কেউ ছিলেন না আজও নাই। শ্রীল শ্রীধর মহারাজের জীবনের বহু ইতিহাসই আমরা জানি কিন্তু এই স্বল্পসময়ের মধ্যে তা বলা সম্ভব নয়। পরম পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের গৌড়ীয় গগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং শুধু বড় বড় স্বামিপাদগণেরই নন, আমাদের এই সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত শিষ্য প্রশিষ্য সকলেরই শিক্ষাগুরু। আজ তাঁর জন্মতিথিতে তাঁর কিছু গুণগান করতে পেরে আমি নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করবেন, যাতে জীবনের যেকটা দিন বেঁচে থাকি যেন এই রকম শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করে যেতে পারি। আর গোবিন্দ মহারাজের কাছে আমার একটি প্রার্থনা—কারণ ইনি হচ্ছেন আমাদের মঠের ভাবি আচার্য্য। গতকাল তাঁর বৈভব দর্শন করলাম। শ্রীল মহারাজ তাঁকে নিজে থেকে আচার্য্যের আসনে বসিয়ে দিলেন। কতজনকে শিষ্য করে দিলেন। আপনারাও সকলে তাঁকে এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন। তাঁর

প্রতি যদি কারও কোন প্রকার অশ্রদ্ধা হয় তাহলে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে। কারণ গুরুদেব যেটা চান—আমার ইষ্টদেব যেটা চান—তাঁর ইচ্ছাটা পূরণ করাই হচ্ছে সেবা। উল্টো করলে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। গোবিন্দ মহারাজও যেন আমার প্রতি শুভদৃষ্টি রাখেন—এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি!

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—:*:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ৯৪ তম
শুভ আবির্ভাব-বাসরে তাঁর পাদপদ্মে দীনের

শ্রদ্ধাকুসুমাঞ্জলী

অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং দিব্যজ্ঞানপ্রভাকরং।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্ ॥
গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তুভং।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্ ॥
গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্ ॥

আজ আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অশেষ কল্যাণময়ী আবির্ভাব-তিথি। জগতের যদি সবচেয়ে কিছু শুভদিন থাকে, কল্যাণময় দিন থাকে তবে তা হল আজকের এই তিথিবরা। তবে এই অনুভবটা আসে শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ংলোকঃ'—প্রকৃত শ্রদ্ধার সাহায্যে এই সত্য অনুভব করা যায়; উপলব্ধি করা যায়। অতএব শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করে ও সেই সঙ্গে তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে অনুকম্পিত, অতিপ্রিয় সুযোগ অধস্তন, তাঁর ধারার সংরক্ষক, বাহক, প্রচারক, বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্যবর পরম

আচার্য্যবর পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের পাদপদ্মে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের সেই অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। এটা এখানে কোন অপ্রাসঙ্গিক নয়; বরং খুবই স্বাভাবিক—কেননা তিনিই হলেন শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত শিক্ষা-সৌন্দর্য্যের, ভাবধারার, তদনুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ধারার মহান ধারক, বাহক, সংরক্ষণকারী ও প্রচারকবর। অতএব তাঁর প্রতি আমরা যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন না করলে আমাদের 'শ্রীগুর্ব্বারাধনা' বা 'শ্রীগুরুপূজা' নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রীবলদেব প্রভু যেমন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বহুদিক থেকে বিবিধভাবে প্রতিনিয়ত সেবা করে যান সেইরূপ তাঁর জীবনেও শ্রীবলদেব-কৃপাশক্তি বা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-করুণাশক্তির এক বিশেষ অধিষ্ঠান রয়েছে। তিনি একাধারে আপন অন্তরের উদার ঐশ্বর্য্যে, শুদ্ধভক্তিসৌন্দর্য্যে, তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগময় আনুগত্যের বৈভব বিস্তার পূর্ব্বক যেন দশদিক হতে নিজেকে উজাড় করে অকুণ্ঠ নিষ্ঠায়, প্রচেষ্টায় শ্রীল গুরুমহারাজকে প্রতিনিয়ত আরাধনা করে চলেছেন, সেবা করে চলেছেন এবং সেই অপার সৌন্দর্য্যরাশি, কল্যাণরাশি জগতে সকলের মাঝে বিস্তার করে চলেছেন। অতএব সেই গুরুসেবাময়ধামস্বরূপ শ্রীল গোবিন্দ মহারাজের প্রতি সেবা, আনুগত্য নিবেদন করে তাঁর সন্তোষবিধান করলে আমাদের শ্রীগুরুপূজা অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণরূপে, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

এই সভায় উপস্থিত সকল শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ যাঁরা এখানে উপস্থিত থেকে আমাদের শ্রীল গুরুপাদপদ্মের গুণকীর্ত্তনে বিবিধভাবে প্রেরণা দিয়ে আনন্দ বর্ধন করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাই।

একটা সত্য কথা কেবলই মনে আসছে যে একটু পূর্ব্বেই তো বললাম শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি—এটা তো বললাম! কিন্তু সত্যিই কি সেভাবে যথাযথভাবে প্রণাম করতে পারি! বা কতখানিই পারি!? কেননা 'প্রণাম' বা 'নমস্কার' করা কি এতই সহজ! 'প্রণতি' বা 'নমস্কার'-এর অর্থ ম'-কার' অর্থাৎ 'অহংকার'-কে নিষেধ করা। অতএব

অহংকারকে নিষেধ করে ঐকান্তিক শরণাগত হতে পারলেই তখন প্রকৃত 'প্রণাম' আসে। তো এই বিষয়ে আমার কতখানি অধিকার আছে তা আমি যা না জানি আমার চেয়ে আমার শ্রীগুরুমহারাজ ও গুরুবর্গরাই বেশী ভাল জানেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই তো তাঁর অপ্রাকৃত মহিমারাশির গুণগান করা যায়। অতএব তাঁর করুণাশীষ মাথায় নিয়ে আমি শুধু তাঁর অগাধ, অসীম গুণরাশির সামান্যই কীর্ত্তন করার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় শ্রীগুরুতত্ত্বের সুচ্চ মহিমা, দিব্য বৈভবসমূহ বিভিন্ন মহাজনগণ বিবিধ-রূপে চিত্তচমৎকারীভাবে, বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত গুরুতত্ত্ব বর্ণনার পাশে আমি খুবই দীন, অযোগ্য ভৃত্য যে সেই শাস্ত্রীয় গুরুতত্ত্বের উপলব্ধির সঙ্গে আমার নিজ অনুভবকে মিলিয়ে নিয়ে কিছু বলতে পারব। কিন্তু যা স্বকীয় দ্যুতিমালায় উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত সত্য তা হল তিনি আমাদের অত্যন্ত বৎসল, পরম স্নেহময় পরমার্থ-পিতা। আমাদের নিজেদেরই বিকর্ম্মসৃষ্ট 'আপন্নসংসৃতিঘোর' থেকে তিনি আমার ন্যায় দীন অধমদের তাঁর করুণা দিয়ে, শাসন করে, ক্ষমা করে, গভীর দরদ দিয়ে, স্নেহ-বাৎসল্য দিয়ে সতত রক্ষা করে আসছেন, পালন করে চলেছেন—কখনও তা নিজরূপে, এবং বহুক্ষেত্রে তাঁরই নিজশক্তি, বিস্তার বৈভব, এবং তাঁর দ্বিতীয়স্বরূপ, শ্রীগুরুপ্রেমধাম, আমাদের প্রপূজ্য, অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী রূপে। শ্রীল গুরুমহারাজের স্নেহ, করুণাধারার স্পর্শলাভে অনুভব করা যায় যে সেই স্নেহ কত পবিত্রতম, অপার্থিব, দিব্য সৌন্দর্য্যময়; পার্থিব দয়া, স্নেহের সার্থে তার কি অপরিসীম তফাৎ। তাঁর স্নেহে ঝরেছে সেই প্রেমের দেশের; সুন্দরের দেশের অমৃতসুধা; ভগবৎপ্রেমের দিব্য সৌন্দর্য্য, অহৈতুকী করুণারাশি। তাঁর এই অহৈতুকী করুণাপ্রবাহের পথ বেয়ে তাঁরই রচিত অপরূপ এক কাব্য-দর্শন ও অপ্রাকৃত জীবনধারার মিলিত রূপগরিমার মাঝে আমরা নবনবায়মান রূপে পেয়েছি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে, শ্রীগান্ধর্ব্বা গোবিন্দসুন্দরকে, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী

প্রভুপাদ এবং স্বয়ং তাঁর নিজেকে। এই গৌরপ্রেমবিগ্রহের সুমহৎ দান স্মরণে এলে, তা অনুভব করতে গেলে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত 'অনর্পিতচরীংচিরাৎ' শ্লোকটি মনে আসে। তাঁর মুখপদ্ম-নিঃসৃত হরিকথামৃত-ভাষণ, অতিলৌকিক প্রজ্ঞানপ্রতিভা, অমূল্য রচনারত্নাবলী, দিব্য মহাভাগবতীয় চরিত্রে বিচিত্র রাগমাধুরীতে রচিত হয়েছে আনন্দলীল ভগবানের অনুপম অখিলরসামৃত-রূপ। যে সকল শ্রদ্ধালু ভাগ্যবান সুমেধগণ এই শ্রীরূপানুগ আচার্য্যশ্রেষ্ঠের হরিকথামৃত শ্রবণে শ্রুতিকে নন্দিত করেছেন, রচনা-সম্ভার পাঠ করে হৃদয়কে তৃপ্ত করেছেন তাঁরাই জানেন কি স্বাদু, শ্রীরূপানুগভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ, কত গভীর ভাব-অনুভূতিময় সেই প্রকাশ। এবং কোনো এক অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে স্বতোৎসারিত সমাদরে, প্রেরণায়, শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে তাঁর আরাধ্য শ্রীপাদপদ্মে নত হয়েছেন, ভালবেসেছেন তাঁকে। আমরা দেখেছি তাঁর মাঝে এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-বিলাস-বৈভব লক্ষ্য করে তাঁর অনেক প্রিয় সতীর্থগণ তাঁকে কত প্রগাঢ় সমাদর করে, শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করে শিক্ষাগুরুর মহিমময় সিংহাসনে বরণ করে ভালবেসেছেন. শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যবর্গ যেমন শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীল ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীল ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ প্রমুখ ভাগবতগণের শ্রীমুখ থেকে শ্রীল গুরুমহারাজ-সম্বন্ধীয় কিছু কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কখনও ভাষণে, কখনও একান্তে একাধিকবার তাঁদের বিবিধভাবে বলতে শুনেছি 'শ্রীল শ্রীধর মহারাজের হরিকথা শুনলে মনে হয় যেন শ্রীল প্রভুপাদের মুখ থেকে হরিকথা শুনছি।……শ্রীল শ্রীধর মহারাজের মধ্যে আমরা শুদ্ধরূপানুগভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীধারা দেখতে পাই।' পরম পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ গুরুমহারাজ সম্পর্কীয় বক্তৃতার মাঝে বলেন—"…শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে শাস্ত্রনিপুণ শ্রীধর মহারাজ।……'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' কীর্ত্তন গান করিয়ে প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে আত্মসাৎ করে গেলেন।……শ্রীভক্তিরক্ষক নামে ভূষিত করে প্রভুপাদ তাঁকে ভক্তির রক্ষণ, শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ ও পোষণের ভার দিয়ে গেলেন।"

(পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Om Vishnupada Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Sree Chaitanya Saraswata Math, London

All Glories to Śrī Guru and Gaurāṅga

Sri Vyasa-puja Offerings

(English)

3rd November, 1988

The 94 Holy Appearance Day of our Beloved Divine Master

His Divine Grace

Om Viṣṇupāda Aṣṭottara-śata-śrī

Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

ācāryyaṁ māṁ vijānīyān-nāvamanyeta karhicit
na marttya-buddhyāsūyeta sarrva-devamayo guruḥ

'You must know the Acharya as my Divine Self. Never dishonour Him as a mundane person. Guru is the abode of all Godly representation.'

(Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.27)

All Giories to Śrī Guru and Gaurāṅga

Sri Guru Arati-stuti

jaya 'guru-mahārāja' yati-rājeśvara
śrī-bhakti-rakṣaka deva-gosvāmī śrīdhara.

patita-pāvana-līlā vistāri' bhuvane
nistārilā dīna-hīna āpāmara jane.

tomāra karuṇāghana murati heriyā
preme bhāgyavāna jīva paḍe murachiyā.

sudīrgha supībya deha divya-bhāvāśraya
divya-jñāna dīpta-netra divya-jyotirmaya.

suvarṇa-sūraja-kānti aruṇa-vasana
tilaka, tulasī-mālā, candana-bhūṣaṇa.

apūrvva śrī-aṅga-śobhā kare jhalamala
audāryya-unnata-bhāva mādhuryya-ujjvala.

acintya-pratibhā, snigdha, gambhīra, udāra
jaḍa-jñāna-giri-vajra divya-dīkṣādhāra.

gaura-saṅkīrttana-rāsa-rasera āśraya
"dayāla nitāi" nāme nitya premamaya.

sāṅgopāṅge gaura-dhāme nitya-parakāśa
gupta-govarddhane divya-līlāra-vilāsa.

gauḍīya-ācāryya-goṣṭhī-gaurava-bhājana
gauḍīya-siddhāntamaṇi kaṇṭha-vibhūṣaṇa.

gaura-sarasvatī-sphūrtta siddhāntera khani
āviṣkṛta gāyatrīra artha-cintāmaṇi.
eka-tattva varṇanete nitya-nava-bhāva
susaṅgati, sāmañjasya, e saba prabhāva.
tomāra satīrtha-varga sabe eka-mate
rūpa-sarasvatī-dhārā dekhena tomāte.
tulasī-mālikā-haste śrī-nāma-grahaṇa
dekhi' sakalera haya 'prabhu' uddīpana.
koṭī-candra-suśītala o pada bharasā
gāndharvvā-govinda-līlāmṛta-lābha-āśā.
avicintya-bhedābheda-siddhānta-prakāśaḥ
sānande ārati stuti kare dīna-dāsa.

Dīnādhama—Tridaṇḍi-bhikṣu
Śrī Bhakti Sundar Govinda.

ALL GLORY TO SRI GURU AND SRI GAURANGA

SRI GURU ARATI-STUTI

All glory to you, 'Guru Maharaj,'
Of sannyasi kings, the Emperor:
The glorious Srila Bhakti Raksak
Dev-Goswami Sridhara.

Extending in this world your pastimes
As saviour of the fallen,
You delivered all the suffering souls,
Including the most forsaken.

Beholding your holy form
Of concentrated mercy,
The fortunate souls fall in a swoon
Of divine love's ecstasy.

Your lofty form full of divine emotion
Is nectar for our eyes;
With divine knowledge and shining eyes,
Your effulgence fills the skies.

A golden sun resplendent,
In robes of saffron dressed;
Adorned with tilak, Tulasi beads,
And with sandle fragrance blessed.

The matchless beauty of your holy form,
Dazzling in its brightness;
Your benevolence of most noble heart,
In the moonglow of love's sweetness

Inconceivable genius, affection,
Gravity, magnanimity—
A thunderbolt crushing mundane knowledge,
The reservoir bestowing divinity.

In the Golden Lord's Sankirttan Dance,
You revel ecstatically;
"Dayal Nitai, Dayal Nitai !"
You ever call so lovingly.

Eternally present in Nabadwip Dham
With your associates, by your sweet will,
You enjoy your holy pastimes
On hidden Govarddhan Hill.

You're the fit recipient of your dignity
In the Gaudiya Acharyya assembly,
The jewel of the Gaudiya-siddhanta
Adorning your chest so nobly.

You're the living message of Sri Gaura,
You're the mine of perfect conclusions;
You revealed the Gayatri's inner purport:
The gem fulfilling all aspirations.

When you speak, one subject alone
Is revealed in ever-new light;
Proper adjustment, and harmony—
All these are your spiritual might.

All your dear Godbrothers
Declare unanimiously
They see within your Holiness
The line of Rupa-Saraswati.

Seeing you take the holy name,
With Tulasi beads in hand,
Awakens the thought of the Lord*
In everybody's mind.

Your feet, cooling like ten million moons—
In their service all faith do I place;
The nectar of Radha-Govinda's pastimes
One day we may drink, by your grace.

O personification of perfect conclusions
Inconceivably one, yet different!
I sing this prayer at your arati,
With joy—your humble servant.

Originally written in Bengali by
His Divine Grace Bhakti Sundar Govinda Maharaj.
Rendered into English by
Tridandi-Bhiksu B. A. Sagar

* 'Prabhu' in the original—the line may also read: Awakens the thought of Prabhupad, or, Mahaprabhu, or, "Gurudev."

Mahabhagavata Srila Sridhar Maharaj

by Tridandi-bhiksu Bhakti Ananda Sagar

I bow at the holy lotus feet of His Divine Grace Om Astottara-sata-sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, my Supreme Divine Master, the Captain of *Rūpānuga-bhajana* in the wake of the Gaudiya Divine Succession. In my attempt to sing his divine glories, I pray that he and his loving associates will bless me with properly adjusted intelligence despite my present lack of it.

In singing the glories of a great personality, it appears in the superficial glance and view of the empiric eye that in the fever of religious fervour, mere hyperbolic and poetic representation is used as a crutch to deify and immortilize an ordinary mortal, supposedly to gain the favours of *vox populi* for some ultimately dubious purpose. Such an empiric conception can nonetheless never appreciate the subtle beauty and charm of true nobility and goodness, as though to postulate that such words existed in our vocabulary only for the purpose of exercising deception of the religious ignorant by eulogizing the 'fictitious entities' of truth, nobility, and goodness. In simpler language, the atheistic demeanour can never welcome the bliss of spiritual life in the association of the spiritual agents who are abundantly endowed with the abovementioned qualities; yet, the unfortunate souls engrossed in either materialistic life *(bhukti)* or its dissipation *(mukti)* have every chance of

replacing their misfortune with fortune by modifying their misused independence to sincerely attempt to submissively associate with the agents of divinity. To hear of the glories of such agents is also a chance for association, and this humble scribe will consider himself blessed if his short account may serve this purpose in any respect for the pious reader and thereby please the hearts of the Vaishnavas.

The Great Universal Preceptor Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar 'Dev-Goswami Maharaj appeared in this world by the sweet will of the Supreme Lord, at Hapaniya village, in the area known as Rarh-desh. He was born Sri Ramendra Chandra Bhattacaryya in 1894, in a highly respected *brāhmaṇa* family. From childhood he had natural attraction for *Nāma-saṅkīrttana* as preached by Sri Chaitanyadeva. In present Bengal, Rarh-desh is situated on the western bank of the holy river Ganga. Lord Nityananda appeared at Ekacakra, also situated in Rarh-desh. The divine pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu also occur there.

sannyāsa kari' calilā prabhu śrī-vṛndāvana
premete vihvala bāhya nāhika smaraṇa
rāḍha-deśe tina dina karilā bhramana

(C. c. Madhya 1.91,92.)

After accepting *sannyāsa*, Sri Chaitanya Mahaprabhu set out for Vrndavana. For three days He wandered throughout Rarh-desh, overwhelmed with the trance of ecstatic divine love.

When Srila Sridhar Maharaj met his Divine Master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada for the very first time, he informed Srila Prabhupada that he had come in the hope of receiving his

mercy. Srila Prabhupada remarked that Srila Sridhar Maharaj was most fortunate due to having taken birth in the place of Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes (*Gauḍa-maṇḍala).*

Srila Sridhar Maharaj joined Gaudiya Math in 1926. The deciding factor for his joining was the remark of Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada in a lecture at the Gaura-purnima Festival at Mayapur, the essence of which was, "If fire devours the whole world, we don't have time to put it out. We only have to do *Kṛṣṇa-bhajana.* The whole world may burn—that's no loss to us. All your necessities are fulfilled by *Kṛṣṇa-pādapadma,* the lotus feet of Krishna."

He accepted initiation from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, who named him Sri Ramendra Sundar Vidyarnava. Later, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur called him Sri Ramananda Das, and empowered him to locate the holy site of the discussion between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramananda Ray on the banks of the Godavari River at Kovvur. On the order of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur he located the spot and also secured land at the location; Sri Ramananda Gaudiya Math was established there by Srila Saraswati Thakur, and remains so today.

In 1930, prior to the entry of Gaudya Math at Bagh Bazaar, Calcutta, Srila Sridhar Maharaj received *sannyāsa.* Srila Saraswati Thakur named him Srimad 'Bhakti Raksak Sridhar.' Sri Jiva Goswami once referred in his Sanskrit writings to the stalwart *Śrīmad-Bhāgavatam* commentator, Sri Sridharaswamipad, as *'bhakty-eka-rakṣaka,'* 'Supreme Guardian of Devotion.' Srila Saraswati Thakur

echoed the fine thought of Sri Jivapad and conferred the *Tridaṇḍa-sannyāsa* name Srimad 'Bhakti Raksak Sridhar' upon him, revealing his fond recognition of this young Vaishnava as a stalwart preacher well-versed in the perfect conclusions (*siddhānta*) of the *Gauḍīya Sampradāya.*

After *sannyāsa,* by the order of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Sridhar Maharaj preached in fluent Bengali, Hindi, Sanskrit and English, all over India. For four years he preached in North India, especially organizing the Gaudiya Maths of Kurukshetra and Delhi. He also visited Karachi, Pakistan, for preaching. Later, along with his Godbrothers, he established Madras Gaudiya Math.

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur informed the editor of his daily transcendental newspaper 'Nadia Prakash' that the spiritual standard of the paper would be enhanced if he published articles by Srila Sridhar Maharaj. On hearing Srila Sridhar Maharaj's first Sanskrit composition, *Śrī Bhaktivinoda-viraha Daśakam,* Srila Saraswati Thakur remarked that he considered Srila Bhaktivinoda Thakur himself had directly inspired the author to write it. He said that it was an omen of assurance that the grand ideals and dignity of the *Gauḍīya-Sampradāya* would be perfectly upheld and preached by such a learned and sensitive devotee as Srila Sridhar Maharaj. And practically, as a testimony to this fact, just prior to Srila Saraswati Thakur's departure from this mortal world, he had Srila Sridhar Maharaj sing in his presence the holy prayer most highly venerated by the entire Gaudiya Vaishnava community—*Śrī Rūpa-mañjarī pada, sei mora sampada.*

Previously, during *parikramā* of Sri Vrndavana, Srila Saraswati Thakur asked Srila Sridhar Maharaj which holy place he had most appreciated. Srila Sridhar Maharaj replied that his favourite place was Kadamkhandi, between Yavat and Nandagram, where Srila Rupa Goswami's holy *bhajana-kuṭīra* is located. Four to five years following that incidence, Srila Saraswati Thakur, in a conversation with Srila Sridhar Maharaj, referred to Kadamkhandi as 'your place.'

After the departure of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Sridhar Maharaj found, as he kindly informed us, that in the separation of Gurudeva, surrender—*śaraṇāgati*, is the prime necessity of a devotee. Srila Sridhara Maharaj lived in a small room on the bank of the Ganges. He read scriptures by day, and chanted 100,000 holy names (64 rounds) by night. At that time he wrote his transcendental composition *Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛtam*, which he once later described as the 'food' of the surrendered devotees. He also remarked that in the scparation of Gurudeva, this *śloka* was his solace:

ācāryyaṁ māṁ vijānīyāṁ nāvamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta sarvva-devamayo guruḥ
(Bhā: 11.17.27)

"The Supreme Lord told Uddhava: 'O Uddhava, know Gurudeva as My very Self. Never dishonour him by equating him with a common man. Such dishonour amounts to contempt. Guru is the embodiment of all the gods—that is, he is the Supreme Lord Himself."

Subsequently, Srila Sridhar Maharaj composed *Śrī Śrī Prabhupādapadma-stavakaḥ*, 'Prayer unto the Lotus Feet of my Lord and Master Srila Prabhupada'—the classic

'praṇamāmi sadā prabhupāda-padam' which is presently sung by the Gaudiya Vaisnavas all over India and all over the world. Other compositions by Srila Sridhar Maharaj include, in Sanskrit: *Prema Dhāma Deva Stotram* or *Śri Gaurasundara Nūti-sūtram, Śri Dayita Praṇati-pañcakam, Śrī Śrī Dayita Dāsa-daśakam, Śrimad Gaura-Kiśora-namaskāra-daśakam, Śrimad Rūpa pada-rajaḥ-prārthanā-daśakam, Śrīman Nityānanda-dvādaśakam, Śrīla Prabhupāda-praṇati* (various *ślokas*), *Śrīla Gadādhara-prārthanā, Ṛk-tātparyyam, Śrī Gāyatrī-nirgalitārtham*, etc. ; and in Bengali. *Śrī Śrī Gaurasundarera Āvirbhāva-vāsare, Śrī Sāraswata-āratī, Śrī Sacīnandana-vandanā,* and many others.

Appraisals of Srila Sridhar Maharaj's glories by his own Godbrothers are unending. Professor Nisikanta Sanyal, the learned author of 'Sree Krishna Chaitanya,' expressed his profound appreciation for the powerful, compelling presentation of Srila Sridhar Maharaj's English article 'Sri Guru and His Grace,' which was published in the 'Harmonist' in 1934.

Srila 'Akinchana' Krishna Das Babaji Maharaj, beloved Godbrother of Srila Sridhar Maharaj, was one day wandering through Hapaniya village. In fine detail, he was making enquiries about the places Srila Sridhar Maharaj frequented in his childhood and youth. He even located the school where Srila Sridhar Maharaj was educated Later, Srila Sridhar Maharaj enquired from him why he had such an avid interest in those matters. Srila Krishna Das Babaji Maharaja replied that he considered Srila Sridhar Maharaj's writings to be of the same status as the writings of he who is hailed as the leader of the entire *Gauḍīya Sampradāyā* Srila Rupa Goswami

Prabhupada. As such, Srila Krishna Das Babaji Maharaj openly remarked that he considered the birthplace of and place of childhood and youth pastimes of Srila Sridhar Maharaj, Hapaniya, to be a holy place of pilgrimage, a *tīrtha*, and he was thus visiting the important places to bow down and take the holy dust upon his head in reverence.

Among the fortunate and blessed souls of the Western World who have been able to embrace the most noble ideal of Vaishnava life, one great personality remains prominent in their highest reverence. I refer to none other than His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the great international world preacher who flooded the world with Krishna conciousness in the years 1965-1977. The humble writer of this article also received *Harināma, dīkṣā,* and *sannyāsa* from His Grace. Srila Swami Maharaj was a Godbrother of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. His deep love and regard for Srila Sridhar Maharaj is well-known to the fortunate souls who had even the slightest association with the direct dealings between these two venerable personages. Srila Swami Maharaj's direct statement on many occasions was, "I consider him my *Śikṣā-guru.*"

When Srila Swami Maharaj initially went West to preach the message of Sri Sri Guru-Gauranga, he fell terribly ill due to evhaustion coupled with his advanced age. In his own Bengali handwriting, he wrote a letter to Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj, the foremost intimate lifelong servitor and Personal Secretary of Srila Sridhar Maharaj. The gist of his letter was, "I can and am ready to die in the West in order to try to continue this mission. What does your Guru Maharaj think I should

do? In the absence of our Gurudeva Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, I take the order of Srila Sridhar Maharaj on myh ead." Srila Sridhar Maharaj advised him to continue his mission, the grand success of which is celebrated shore to shore. Also, upon hearing Srila Sridhar Maharaj's commentary on the *Śrī Gītā śloka* line, *yena mām upayānti te*, where Srila Sridhar Maharaj indicates how the ultimate *pārakīya-rasa* of Vraja is the internal meaning of the *śloka*, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj's remark was, "What more could it mean than this!"

Srila Bhakti Prajnana Kesava Maharaj, the *Sannyāsa-guru* of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, received *sannyāsa* from Srila Sridhar Maharaj. All the eminent Godbrothers of Srila Sridhar Maharaj knew well of his stalwart and spotless example in thr renounced order, and therefore many of them accepted *sannyāsa* from him, including Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj, Srila Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj, Srila Narasimha Maharaj, Srila Bhagavat Maharaj, Srila Acharyya Maharaj, and other godbrothers. Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, who was one of the delegated preachers in Srila Saraswati Thakur's London mission, worshipped Srila Sridhar Maharaj with one hundred lamps during his appearance day on one occasion of Vrndavana *parikramā*.

The *nitya-siddha* souls are not bound by the fetters of the mortal world. Nonetheless, they exhibit their pastimes (*līlā*) in this world, appearing as 'one of us.' In the highest conception of the Divinity, such an example is typified in no less a position than the Absolute Original

Supreme Personality of Godhead, Svayam Bhagavan Vrajendranandana Sri Krishnachandra. By His grace, and by the grace of His most munificent Descent Sri Sri Radha-Govinda in One Form—Sri Chaitanyachandra—Sri Gurudeva appears as "the great soul who walks amongst us." *Ācāryyaṁ māṁ vijānīyāt*—he is, nonetheless, the direct potency of the Lord, personified. Srila Sridhar Maharaj's unprecendented explanation of *ahaṁ sarvvasya prabhavo mattaḥ sarvvaṁ pravarttate (Bg. 10.10.)* has revealed the divine service of Sri Radhika, as was known by Sri Svarupa Damodara by the sanction of Sri Gaurachandra, adored by Sri Sanatana, distributed by Sri Rupa, tasted and enhanced by Sri Raghunatha, protected by Sri Jiva, and venerated by Sri Shuka, Mahadeva, Brahma, and Uddhava. He is the revealer of the Hidden Treasure of the Sweet Absolute. He is the revealer of the hidden purport of the Gayatri *mantra*. He is the revealer of the Life-nectar in the Lives of the Surrendered Souls. Through the agency of his beloved *Tridaṇḍi-sannyāsī* disciple Srimad Bhakti Sudhir Goswami who so competently inaugurated the 'Guardian of Devotion Press,' he is the revealer of Search for Sri Krishna—Reality the Beautiful, Sri Guru and His Grace, The Golden Volcano of Divine Love, Loving Search for the Lost Servant, and like a fountain with hundreds and hundreds of streams in all directions, the Transcendental Current of the Line of Sri Rupa, known, adored, distributed, tasted and enhanced, venerated and protected by the Supreme Guardian of Devotion Om Vishnupada Astottara-sata-sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj will pervade the earth, touch the stars and enter the hearts of all inhabitants of this insane

universe captivated by *māyā*, and drive it mad with the nectar of love divine. May the glorious message and pastimes of His Divine Grace dance and play and sing within our hearts forever.

In 1985, Srila Sridhar Maharaj fulfilled a personal heart's desire he had cherished for over forty years: he conferred the holy order of *sannyāsa* upon his most beloved confidential and seniormost associate-servitor, Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj. Srila Sridhar Maharaj, ever renowned for his keen intellect and spiritual foresight, could envisage the grave necessities of his mission in the future. Therefore, at that very time, which was just three years prior to his departure from this mortal world, His Grace Srila Sridhar Maharaj named Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj as his successor *Ācāryya*-president for his own *Maṭh*, Sri Chaitanya Saraswat Math, and for all its affiliated branches. Thus was revealed to the world the next wave in the oceanic eternal pastimes of *Mahābhāgavāta* Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

—❀—

On the Holy Advent Day

Oṁ Viṣṇupāda Aṣṭottara-śata-śrī

ŚRĪMAD BHAKTI RAKSAK ŚRIDHAR

DEV-GOSWAMI MAHĀRĀJ

SRADDHANJALI

O Guru of Gurus, in Gaudiya line,
Mahaprabhu's messenger, Master Divine,
Residing in Nabadwip, your holy place,
All over the world you distribute your grace;
You transmit the moonrays of Gaur-sankirttan,
Nourishing the hearts of everyone.
Sri Bhakti Raksak Dev-Goswami Sridhar—
Accept my obeisance and most humble prayer.

On this holy day you made your Advent;
By the Lord from above you were graciously sent
To bring the glad tidings of Goloka Dham
And bring the blessings of Sri Hari Nam
And bring to the world the most pure love divine—
In your holy pastimes you e'er sweetly shine.
Sri Bhakti Raksak Dev-Goswami Sridhar—
Accept my obeisance and most humble prayer.

The atom, the neutron, the hydrogen bomb—
All ashes to you, in your holy conception;
You erected a monument o'er Darwin's tomb
By crushing the mundaners' folly and deception.

From your keen vision none can hide—
Neither enjoyers nor renouncers full of pride;
Your gift, far beyond this plane of experience
And further beyond even Brahman transience —
Only the surrendered souls at your feet
Can drink the nectar of seva so sweet.
Sri Bhakti Raksak Dev-Goswami Sridhar—
Accept my obeisance and humble prayer.

Your representation and deep realization
Is hailed by the scholars of immaculate conception;
Revered by the sages of towering intellect,
Adored by devotees in devotion perfect.
O singer of the prayer to Sri Sri Rupa,
Leader of the whole Gaudiya Sampradaya,
Sri Bhakti Raksak Dev-Goswami Sridhar—
Accept my obeisance and humble prayer.

O angel of song of Sri Rupa!
O pride of Sri Bhaktivinoda!
O sweetness of Gaur Kishor Babaji!
O joy of Sri Bimala Saraswati!
Guiding star of Sri Bhaktivedanta!
Shining moon of Sri Sundar Govinda!
The ocean of love and surrender!
Life and soul of Sri Ananda Sagar!
Sri Bhakti Raksak Dev-Goswami Sridhar!
Please accept my obeisance and most humble prayer.

—Tridandi-bhiksu
Sri Bhakti Ananda Sagar

PUSHPANJALI

To Vaisnava Thakura Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja

Dear Guru Mahārāja,

I am so unfortunate that I do not have real devotion for your lotus feet. You arc the goal of all the *param Vaiṣṇavas* who unendingly offer their *daṇḍavats* in the dust of your path, and they are always aspiring for your grace so that their lives may become successful. You are the guardian on the journey of the Rūpānugas, who protects the devotion of the Gauḍīya Vaiṣṇavas and who like a generous bee is distributing that devotional pollen which you have collected from the *pārṣada* devotees and their true followers. To know of you is to open one's heart to the warm, soothing rays of the sun, to begin one's devotional life, to join the family of Vaiṣṇavas, To hear you is to relish the sweet murmuring breezes which are coming from Vṛndāvana, to receive the divine flow which nourishes and satisfies one, and ends our time away from home.

You are the bestower of the greatest mercy and that mercy is what Gaurāṅga came to give, what was glorified by Śrī Rūpa and Śrī Dāsa Goswāmī, what Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāja is praising, and what was sung of by Śrī Narottama dāsa and Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura. You have come, and drawn by intense attachment for Prabhupāda Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākura you are proclaiming what he cherished within his heart. That sweetness is the greatest love for Kṛṣṇa, of His most beloved servitor. You could not but contantly praise Her, who is the Queen of all Vṛndāvana and who you declared to be "the head of our whole *sampradāya.*"

You always preferred to be absorbed in your own deep *bhajan*, not caring to move in big circles with many people. You are a true *sadhu* and your life shows what it means to dive deep into reality. With your heart always immersed in the deepest service, your every word and gesture is *sevā*, and what you speak is song, poetry, *kīrtana*. Your every action transmits and communicates the tidings of the devotional plane to the devotees, and those who are dear souls to us will always see and be absorbed in what you are constantly offering.

I am far away, in a cold palace of *pratiṣṭhā* and illusion, and so, although the whole world is happily absorbed in that wondrous love that you are giving, I am crying alone. You have come to bestow your blessings to the whole world. But am only I to be never touched by your mercy? When will I taste in my heart what others have come to sing and praise? Why can't I become fortunate, to love you and know you, to want to be with you and serve you? I am most unfortunate: please take special notice of my most pathetic person, who is begging at your feet; if you will not give me shelter then everything will end in a deafening cacophony of meaningless sounds, and what was begun as an offering of Gurupūjā will end as only tears of hopelessness. I aspire for only a small place in your heart, so that I may always live there and be under your exclusive protection.

Who desires to be always near your lotus feet, although I be of little use.

Your Tridandi Bhiksu,
Śrī Bhakti Pāvan Janārdana.

VYASA-PUJA OFFERING

Om Visnupada Paramahamsa Paribrajakacharya Astottara Sata Sri Sarva Sastra Siddhanta Vit Sri Srimad Bhakti Rakshaka Srila Sridhara Dev-Goswami Maharaj.
All glories on His 94th Advent ceremony

Devam divya-tanum suchanda-vadanam-balarka-celancitam
Sandrananda-puram sad-eka-varanam vairagya-vidyambudhim
Sri siddhanta-nidhim subhakti-lasitam sarasvatanam varam
Vande tam subhadam mad-eka-saranam, nyasisvaram sridharam.

One Man, that Man, Sridharadeva

"Now I am satisfied that
Although I may go, at least
One Man remains behind who
Can represent my conclusion, He will do!"

"I want that Man to sing me Today that Song
The right Man to sweetly shape my ultimate Wish,
All other interpretations to forgetfulness they belong,
Come forward my Son, this instant shall not perish!"

"Sri Rupa Manjaripada, till my heart's full content
Now take me back home Lord, what more here to pretend?
Embrace me with that Song, see my soul that in peace departs
My Son, eternally ringing will the bells, your hearts of hearts."

That divine Darshan of your Master Gurudeva
Bhakti Siddhanta Saraswati melts my rejoicing atma
In this display Today, your advent, my glorifications find their way
Grasping your lotus feet only to humbly beg and pray:

VIRACAYA MAYI DANDAM DINABANDHO DAYAM VA
GATIR IHA NA BHAVATTAH KACID ANYA MAMASTI
NIPATATU SATA-KOTI NIRBHARAM VA NAVAMBHAS
TAD API KILA PAYODAH STUYATE CATAKENA.

O friend of the most fallen
Whether you punish me
Or bestow your mercy upon me
I have no other goal in this world than you.
Whether thunderbolts strike or torrents of rain pour down
Tha Cataka bird always offers prayers unto the clouds.

O perpetually beloved sweet Sridhara Gurudeva
All glories unto you, please touch me and grant me your seva.
Without your grace, could I really live on this troubled soil?
Please give your association to this thou surrendered soul.

Your unqualified though faithful son
Swami B. M. Ban Maharaj

All Glories to Śrī Guru and Gauräńga

VYASA-PUJA OFFERING

Oṁ Viṣṇupāda Aṣṭottara-śata-śrī Srimad
Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja

Dear Śrīla Guru Mahārāja,

This is the first time that the cruel time factor is obliging us to observe your Vyāsa-pūjā celebration while you, our lord and master, have returned to your eternal pastimes.

Seeing your loving servitors trying so hard to serve you in separation brings you so close again.

Seeing the domes of Śrī Chaitanya Saraswat Maṭh on the bank of the Ganges makes me remember the precious, sweet moments when you kindly encouraged us: "Die to live—throw yourself into the service of the Infinite."

Once you told me a story of a German general whose submarine had motor failure, and who reached the US shore, being persecuted by a French destroyer. The general was told by the US authorities, who hadn't yet entered the war at that time, that he had twenty-four hours to leave shore—not enough time to prepare the submarine for diving again. So the general sent a radio message to Hitler asking what to do. The answer came: "General, you are master of the situation there. Do as you see fit." So, the general asked all his men to beg political asylum in the US, and only he and an engineer took the submarine back into the water where they blew it up.

You told me that story to indicate our responsibility to make our own decisions in the far-off lands about how to preach; but only if I can remember your divine instructions will I succeed to make those proper decisions. Your divine message is so high that my greatest fear is that I may miss the essence and remain stuck in my own mediocre conceptions. Therefore my prayer to you today is of gravest urgency: please reveal to me the inner meaning of your divine words, so that I can meet you and my beloved 'dīkṣā guru' once again; and in the meantime, help others to come to your divine service.

It is much to ask, but without it, my life has no purpose at all.

You live forever, and your sincere followers live with you.

Please bless this lost soul, that he can become a sincere follower and servant of the Vaiṣṇavas.

Tridaṇḍi Swāmī
Śrī B. A. Paramadvaiti.

All glory to Sri Guru and Gauranga

Srila Guru Maharaj's Blessed Vyasa-Puja

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Gurudev—

Oh the sweetness, the charm,
The beauty we knew,
The afterglow of moments
Too far, too few;
The blessings one
Could feel from you .....
Countless offerings
For Sri Guru,
Serving you
Is complete in every way;
You are the star
Of my life in every day.
You are the lord
Of love's beautiful ray
Coming down from Goloka,
Giving hope as we pray.
Who could have filled
Such a massive abyss?
Who gave the thrill
Of divine service?
Who else could give us
Those moments we miss?
And who could live
Without your divine bliss !

Oh star, so bright,
So full of hope!
So full of light
And expansive scope—
Whose mercy never ceases to flow,
Whose light gives such breadth to show—
Soul's only wish is to serve the Lord,
Gurudev! by your grace
So kind and so broad.

Oh Lord, Gurudev!
With your holy appearance,
Please grant us your service
And that of your servants;
Bless us, Oh Captain,
To ever remember—
Your eternal grace
In our hearts live forever.

Sri Dayadhar Gauranga Das Brahmachari
Bhakti Prabhakar

All glories on His 94th Advent Ceremony

PUSHPANJALI

Om Visnupada Paramahamsa Paribrajakacharya Astottara Sata Sri Sarva Sastra Siddhanta Vit Sri Srimad Bhakti Rakshaka Srila Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Dear Guru Maharaj,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. I have no ability to quote proper 'slokas' from the shastras because I am so unintelligent and fallen. You have left us now and we are for the first time honouring you on your Holy Appearance Day without your being physically present. It is a strange feeling, but we know that this transition period is to determine whether or not the conception of Love and Beauty you gave us was really imbibed by us. I pray that, in this latest pastime of yours I will be included.

Your worthless servant,
Sri Yudhamanyu Das Adhikari
Seva-Vikrama.

All Glories to Om Vishnupada Paramahamsa Sri
Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami
Maharaj.

Perfect Master

Where do you live? In a world beyond this: an
Eteanal place, full of knowlədge, full of bliss.
Appearing in human form, dressed in the ascetics' robes,
But you Loved Lord Krishna more than anyone knows.
Appearing utterly simple in your life in this plane seen by us,
You Never cared for any big life or mission.
any fame or fuss.
A transparent crystal, mirror of the world unseen;
Tasting some indescribabe devotional mellow in its most
Rarified form—the scent of that thick, sweet honey has
Stirred up thousands of bee-like devotee souls into a swarm.
Chintamani touchstone neutralising all tri-modal pain,
Replacing it with the well-joy of hope for a real life again.
Pure devotee, mystic poet, genius of scripture, perfect
'Sad-guru' divine, please light your lamp of love
In this poor, empty heart of mine.

Most humbly,
Sri Saranga Murari Vanachari

ALL GLORY TO SRI GURU AND SRI GAURANGA

VYASA-PUJA OFFERING

EIGHT VERSES IN PRAISE OF HIS DIVINE GRACE
SRI SRIMAD BHAKTI RAKSHAK SRIDHAR DEV-GOSWAMI
ON THE FIRST SRI VYASAPUJA CELEBRATION
AFTER HIS DISAPPEARANCE FROM OUR WEEPING EYES

Only one score of days I lingered,
A fool and rascal from the West;
Within the shelter of Your temple,
But by Your mercy became blessed.

Only a little service did I,
By weakness and reluctance wrecked,
Perform for Your exalted servants,
But their forgiveness came unchecked.

Only a few words did You utter
To me, when time came to depart,
Wishing me well, in humble kindness,
But to this day they thrill my heart:

"With all my love," You muttered softly,
"Along with all my sympathy
I will remain with you forever."
You smiled—and it was ecstasy.....

I'm back now in the hellish region,
From where I came to seek Your feet,
And in the meantime the devotees
Have lost Your darshan ever sweet...

It's hard to think of a condition
Which could be worse than this distress,
Yet in the middle of it, strangely,
I'm always filled with happiness.

For you've bestowed Your Guru-kripa
Right from the bottom of Your soul
Even upon this wretched mleccha,
For whom sin was life's only goal:

How happy then we may consider
All others on this planet's face,
For everyone may now lay claim to
The blessings of Your Divine Grace!

Amsterdam
Hayeshvar Das, Rukmini Devi-Dasi,
Haridas & Patridas.

VYASA PUJA OFFERING:

Om Visnupada Astottara-sata-śri Srimad
Bhakti Raksak Sridhar Deu-Goswami Maharaj

All glories to you, Śrī Guru Mahārāja, you bore the offenses of your students to such a degree that it caused you great pain and suffering. Taking the offenses of your students on your head as Lord Nityānanda took the offenses of Jagai and Madhai, your Divine Grace bore the suffering of the world so the fallen souls could be saved. All glories to your Divine lotus feet.

Sri Chidananda dasa Brahmacari

VYASA-PUJA OFFERING:

Oṁ Viṣṇupāda Aṣṭottara-śata-śrī Srimad
Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja

Dear Gurudev,

Please accept my most humble obeisances at your very divine lotus feet.

There is so much to say of your glories, that no one can find an end to them. Very rarely is there to be found such a person able understand the real value of an Acharya of your type.

I would not be able to say anything if you had not led me from within, to your lotus feet. Guru Mahraj, your mercy and your power are so great that you took me from the hellish plane to the spiritual world—that is, your family, the Math. I am eternaliy indebted to you for your innumerable instructions, and the nectarean and affectionate relationship you give through your sweet associates.

Praying to become a fit disciple,
Sri Bimal Krishna das Adhikari